পাঠকের মতামত

এরাও দায়ী

আমার একটি থিসিস প্রিন্ট করার জন্য EPSON LQ 1050 মডেলের ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের একটি রিবন জরুরীভাবে দরকার পড়ে। হাতে একদম সময় ছিল না তাই কোনরূপ বাজার যাচাই না করেই বাংলাদেশে মাইক্রো কমপিউটার প্রচলনের তথাকথিত "পথিকৃৎ" . . . থেকে একটি রিবন কিনি। কেনার সময় আমার পরিচয় দেই, যে উদ্দেশ্যে কিনছি তা-ও তাদের বলি এবং অনুরোধ করি দাম যেন বাজার দর থেকে বেশি না রাখা হয়। ঐ ধরণের প্রিন্টার ব্যবহার তখন আমার প্রথম বিধায় রিবনটির বাজার দর অবহিত ছিলাম না। তারা দাম রাখলেন ১০০০ টাকা।

যাই হোক, দুদিন পরই আর একটি রিবন দরকার পড়ে। এবার একই রিবন ফ্লোরা লিঃ থেকে কিনি মাত্র ৪৫০ টাকায়। ডিপার্টমেন্টে এসে কোম্পানীটিকে ফোন করে এ ব্যাপারটা জানালে তারা জানান যে ভুলে ৩০০ টাকা বেশী রাখা হয়েছে। ওটার দাম ৭০০ টাকা। আমি উনাদের অন্ততঃ ৫০০ টাকা ফিরিয়ে দিতে বলি। তারা আমার সাথে দেখা করবেন বলে কথা দেয়। এরপর বারবার ফোন করে একই উত্তর পাই। অথবা তাদের মার্কেটিং-এর লোক অফিসে উপস্থিত নেই বলে জানানো হয়। তাই বাধ্য হয়েই ঘটনাটা আপনার বহুল প্রচারিত কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা কমপিউটার জগৎ-এ ছাপানোর জন্য পাঠালাম।

এটা ছাপাবার জন্য অনুরোধ করছি এ কারণে যে, জনগণের জানা উচিৎ দেশে কমপিউটারায়ন না হবার জন্য আপনার পত্রিকায় দেশের বরেণ্য ব্যক্তিগণ এ পর্যন্ত যে যে ফ্যাক্টর উল্লেখ করেছেন তার সাথে এটাও যোগ করা উচিৎ যে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর অতি মুনাফার লোভ এবং ভীষণ দামীদামী ভাবও এই যুগান্তকারী প্রযুক্তিকে এদেশের ব্যাপক জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই ধরণের মনমানসিকতাসম্পন্ন কমপিউটার ব্যবসায়ীগণও দেশে কমপিউটারায়ন না হবার জন্য দায়ী এবং এই ধরনের তথাকথিত "পথিকৃত"-রাও যে অন্যান্য সাধারণ ব্যবসায়ীদের মত কেবলমাত্র টাকা কামানোর নেশায় মেতে থেকে এর সুফল থেকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডঃ শফিউর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

• অভিযোগটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটির প্রধান কর্মকর্তার সাথে আমরা দেখা করি। উনি এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে তৎক্ষণাৎ পত্র প্রেরককে পাঁচশত টাকা ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন ।

পাঠকবৃন্দ, আপনাদের কারো যদি এ ধরনের বা অন্য কোন ধরনের অভিযোগ থাকে তবে আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন। আমরা সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবো। আমরা দেশে কমপিউটারায়নের স্বার্থে এ শিল্প এবং ব্যবসাকে কলুষমুক্ত দেখতে চাই।

স. ক.

বিসিসিকে শক্তিশালী করা হোক

গত চারটি সংখ্যায় কমপিউটার জগৎ পত্রিকা দেশের কমপিটার বিষয়ক নীতি নির্ধারক একমাত্র সরকারী সংস্থা 'বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল' সম্পর্কে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের যে সমস্ত সুচিন্তিত ও সুবিবেচনাপ্রসূত বক্তব্য ছেপেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পড়লাম। এজন্য কমপিউটার জগৎ-এর বলিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ এবং সময়োচিত প্রকাশনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সকলের বক্তব্যের মধ্য থেকে যে মূল জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে বিসিসির যে সব কাজ-কর্ম, পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিলো সেগুলো তারা নেয়নি। এর কারণ আমার মনে হয় বিসিসিতে কমপিউটার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম। যার ফলে তারা না পারছেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দিতে, না পারছেন দেশের জন্য উন্নত বিশ্বের সাথে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবে সামিল হবার দিক নির্দেশ করতে।

এই পত্রিকায়ই পড়লাম বিসিসির ৮ম কাউন্সিল মিটিং-এর বিবরন। ওখানে জানলাম, বিসিসির সভাপতি হচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। বহু জ্ঞানী-গুনীর সাক্ষাৎকার পড়ার পর, কমপিউটার জগৎ-এর কাছে আমার অনুরোধ আপনারা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিন। এবং অনুগ্রহ করে বিসিসির অব্যবস্থা এবং দেশের সার্বিক কমপিউটারায়নের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত মতামত আহ্বান করুন। আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে খোলাখুলি দিক নির্দেশনা আশা করছি।

কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সকল খবর প্রসঙ্গে বিসিসি এবং ইউজিসির যথাযথ প্রতিবাদ বা ব্যাখ্যা না থাকায় মনে হচ্ছে তারা সব অভিযোগ মেনে নিচ্ছেন। এ যেন "কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো" —এর মত অবস্থা। অর্থাৎ যা লেখার লেখো, আমরা কিছুই দেখবো না, আমাদের চোখ বন্ধ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যে, বিসিসিকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোক। যাতে তারা যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ডিগ্রীধারীদের নিয়ে আরো ব্যাপকভাবে কাজ করে দেশকে তথ্য প্রযুক্তির সুফল দিতে সক্ষম হয়। তাই বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিসিসিকে সরকারের একটি আলাদা অধিদপ্তর/বিভাগ করা হোক, দেশকে দ্রুত কমপিউটারায়নের লক্ষ্যে। এজন্য দেশে বিদেশে আমাদের যত কমপিটার বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের আনার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক, যাতে দেশের জন্য সত্যিকার অর্থে কিছু করা যায়।

আমরা চাই এই দরিদ্র দেশে বিসিসি এবং ইউজিসি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের কল্যাণকর নীতি-নির্ধারকদের ভূমিকা পালন করুক। সত্যি কথা বলতে, উচ্চহারে 'সপ্তাহের কোর্স' ছাড়া, এরা এখন পর্যন্ত দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় সাধারণ (নিম্ন বা মধ্যবিত্ত) শিক্ষিতদের জন্য কিছুই করেনি।

নীলুফার ইয়াসমিন
সূত্রাপুর, ঢাকা।

সরষেতেই ভূত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশে কপিউটার প্রসারের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও বটে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে দেশে তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের কর্ণধারও তিনি। তাই জনগণ স্বাভাবিকভাবেই আশা করবে অন্ততঃ তার দফতরে এই যুগান্তকারী প্রযুক্তিটি সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হোক যাতে অন্যদের কাছে তা মডেল হিসেবেও প্রদর্শন করা যায়। কিন্তু এই মন্ত্রণালয়ে কমপিউটার কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে তা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা কমপিউটার জগৎ পত্রিকার মারফত দেশের সম্মানিত কমপিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি এই মন্ত্রণালয়েই স্কুল-কলেজে কমপিউটার শিক্ষা প্রচলনের ফাইল বছর বছর যাবৎ বাক্স বন্দি হয়ে আছে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনেই জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড লেখা শেষ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেও কমপিউটারের উপর কোন পাঠ্য-পুস্তক বের করতে পারবেছ না।

আর একটা ব্যাপারে সদাশয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। অনেক বছর যাবৎ সরকারী কলেজের প্রভাষকদের নাকি পদোন্নতি দেয়া যাচ্ছে না। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয়সহ লেখালেখি হয়েছে প্রচুর। ব্যাপারটি নাকি পদ্ধতিগতভাবে খুবই জটিল। আমলাদের মতে এতোগুলো শিক্ষকের চাকরীর জৈষ্ঠতা নির্ধারণ চারটিখানি কথা নয়। তাই তাদের পরামর্শে পদোন্নতি পাবার জন্য কাজটি ত্বরান্বিত করতে ডজন ডজন শিক্ষকের স্বেচ্ছাশ্রম লাগছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। গলদঘর্ম হচ্ছেন সেই ঔপনিবেশিক বৃটিশ আমলের প্রক্রিয়ায় পদোন্নতির লিষ্ট তৈরি করতে সরকারী কলেজ শিক্ষকবৃন্দ। অথচ সপ্তম/অষ্টম শ্রেণী পাস একজন মাত্র টাইপিষ্টকে নিয়ে সাধারণ কমপিউটারে একটা সাধারণ প্রোগ্রাম চালিয়ে মাত্র ২/৩ দিনেই এ কাজটি নিখুতভাবে করা সম্ভব। তাহলে এই কয়েকশ কিংবা কয়েক হাজার শিক্ষকের পদোন্নতির জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে না। শিক্ষকদেরও আর ধর্মঘট করে পদোন্নতির জন্য রাজপথে নামতে হবে না। উঠবে না জাতীয় সংসদে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন।

তাই মাননীয় মন্ত্রী সমীপে আবেদন, দেশে ব্যাপকভিত্তিক কমপিউটার সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য স্কুল-কলেজে কমপিউটার শিক্ষা চালু করার তড়িৎ ব্যবস্থা নিন। আর অবিলম্বে নিজ মন্ত্রনালয়কে কমপিউটারায়ন করে একটি 'মডেল' উপস্থাপন করুন এবং পদোন্নতি, পেনসন বা যে কোন জটিল—দীর্ঘায়িত পদ্ধতিকে কমপিউটারের মাধ্যমে কিভাবে দ্রুত ও সহজে সমাধান করা যায় অন্যান্য মন্ত্রনালয়কে তা প্রদর্শন করুন।

আফতাব উদ্দিন
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

যেন মুকুলেই ঝড়ে না যায়

বিভিন্ন তথ্য¯কে বিশ্লেষণ করার কমপিউটার নামক যন্ত্রটি সম্বন্ধে জানার আমার অদম্য আগ্রহ। তাই আমি WORDSTAR, LOTUS 1-2-3 এবং dBASE III + শিখি। এতে করে আমার আগ্রহ আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল কমপিউটার সম্বন্ধে জানার জন্য। কমপিউটার জগৎ-এর সবগুলো পড়ে আমি বেশ উপকৃত হয়েছি। তাই বলছি পত্রিকাটি যেন মুকুলেই ঝড়ে না যায়। পাঠক পাঠিকাদের প্রতিও অনুরোধ এ পত্রিকাটি টিকিয়ে রাখার জন্য সবাই নিজের থেকে চেষ্টা করবেন।

ফরিদ উদ্দিন মজুমদার
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম

কমপিউটার সিস্টেম প্রসঙ্গে

- আফতাব-উল ইসলাম

আগষ্ট ১৯৯১ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার "কমপিউটার ও পেরিফেরালসের শুল্ক অনিয়ম' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখিত বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম। এর গুরুত্ব ও দেশব্যাপী কমপিউটারায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত ২০/০৮/৯১ তারিখে কমপিউটারের উপর ডিউটি ট্যাক্স ২০% থেকে হ্রাস করে ৫% এ নামিয়ে আনে। কিন্তু যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পেরিফেরালস –এর উপর শুল্ক হার ২০% বলবৎ রয়েছে। কমপিউটারের আমদানীতে শুল্কহার কমানোর জন্য রাজস্ব বোর্ড অবশ্যই ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। কারণ, সরকারের নীতিমালার যাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজস্ব বোর্ড সারাদেশে কমপিউটারায়নের আবশ্যকীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছে। যেই মুহুর্তে সরকার বিশ্বের এই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে একাত্মতা দেখিয়ে দেশকে বর্তমান তথ্য বিপ্লবের সাথে এগিয়ে নিতে আগ্রহী সেই সময়ে রাজস্ব বোর্ডের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য এবং সাধুবাদ প্রাপ্য। তবে ঐ ঘোষণায় রাজস্ব বোর্ডের কমপিউটার শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে আমদানীকারক ও শুল্ক কর্মকর্তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যাচ্ছে।

'কমপিউটার সিষ্টেম এবং পেরিফেরালস' সম্পর্কে আমাদের দেশে সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে কারণ এই প্রযুক্তি এদেশে নতুন।

একটি কমপিউটারকে এভাবে ব্যখ্যা করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে তথ্য এবং সংখ্যার আকারে উপাত্ত গ্রহনের, উপাত্তের প্রতি নির্দেশিত প্রক্রিয়া প্রয়োগের এবং এই সব প্রক্রিয়ার ফলাফলসমূহকে অর্থপূর্ণ তথ্য হিসেবে সরবরাহ করার একটি যন্ত্র বিশেষ (Device) যন্ত্রটি সাধারণতঃ গঠিত হয় ইনপুট এবং আউটপুট, ষ্টোরেজ, এরেথমেটিক ও লজিক ইউনিট এবং একটি কন্ট্রোল ইউনিট দ্বারা। সুতরাং কমপিউটারকে আরো সঠিক ভাবে বলা হয় "কমপিউটার সিষ্টেম" — যা গঠিত হয় অনেকগুলো পেরিফেরালস দ্বারা। যেমন (১) টার্মিনাল (২) প্রিন্টার (৩) হার্ড ডিস্ক, (৪) মাল্টি –প্লেক্সার (৫) আনইন্টারাপটেড পাওয়ার সাপ্লাই বা ইউপিএস (৬) এস সি এস আই সাব সিষ্টেম (৭) মোডেম (৮) টেপ ড্রাইভস, (৯) নেটওয়ার্কিং এ্যাডাপ্টার ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে একটি কমপিউটারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যার যে কোন একটির অভাবেই "কমপিউটার সিষ্টেম" অসম্পূর্ণ থাকবে।

এজন্য কমপিউটারের উপর ডিউটি কমালে পেরিফেরোলস –এর উপরও ডিউটি কমানোর বিষয়টি সাথে সাথেই চলে আসে কারণ, কমপিউটার ও পেরিফেরালস মিলেই কমপিউটার সিষ্টেম"।

এদিকে পেরিফেরালসের মূল্য বৃদ্ধিতে কমপিউটার সিষ্টেম রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং কমপিউটারের চেয়ে ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াবে। কোন কমপিউটার সিষ্টেম কেনার পর যদি দেখা যায় তার খুচরা যন্ত্রাংশের খরচ অধিক তাহলে এদেশে দ্রুত কমপিউটারায়ন তো হবেই না বরং যা হবে তা হলো একপা এগিয়ে দুপা পিছিয়ে যাওয়া। কমপিউটার সিষ্টেমের ব্যাঘাতহীন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিক্রয়কারীদের অনেক যন্ত্রাংশ সব সময় মজুত রাখতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এসব অনুধাবন করতে পেরে এস আর ও নং-১১৮–এল/৮৪/৮২৯ সি ইউ–এস তারিখ ২১ মার্চ ১৯৮৪ –এর মাধ্যমে খুচরা যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক হার কমিয়ে কমপিউটার সিষ্টেমের মতো করে এবং বিক্রয় কর পুরোপুরি প্রত্যাহার করে।

বেশ কিছুকাল কমপিউটারায়ন দ্রুতলয়ে হবার পর সরকার যখন দেশকে কমপিউটারাইজড করার নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, তখন ১৯৯১ সনের বাজেটে কমপিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশের উপর ২০% আমদানীশুল্ক এবং ১৫% ভ্যাটসহ সর্বমোট ৮৭% বৃদ্ধি করা হয়। এই করবৃদ্ধি সরকারী কমপিউটার সংক্রান্ত সকল রীতি নীতির পরিপন্থী। আমরা অবাক হই যখন দেখি যে পুরনো অচল প্রযুক্তি টাইপরাইটারের ওপর কর কমিয়ে কমপিউটারের ওপর কর বাড়ানো হয়। এনএবি আর -এর এই ঘোষনা সরকারী সকল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে বাধাদান করবে অথবা শ্লথগতি সম্পন্ন করে দেবে।

এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা এনবিআরকে এইচ এস কোড ৮৪.৭৩ এর অধীনে কমপিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশের শুল্কহার শতকরা ৫% এড – ভ্যালুতে (ad-valuc) কমিয়ে আনার অনুরোধ করছি। যাতে করে কমপিউটার সিষ্টেম এবং পেরিফেরালসের শুল্কহার সমান হয় এবং দেশে কমপিউটার সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা দ্রুত কার্যকর হয়। •

COMPUTER

SALES	SERVICES
PAPER	RENTAL
RIBBON	RE-FILLING
MONITOR	RIBBON RE-INKING
COMPUTER	RURAL FIELD WORK
DISKETTE	REPAIR & MAINTENANCE
UPS/FAX	SOFTWARE DEV.
HARDWARE	HARDWARE INSTALLATION
TRAINING	**DATA ENTRY**
WORDSTAR	COURIER
SPSS/HPG / BANGLA (WP)	COACHING
LOTUS/DBASE III & IV	PHOTOCOPY
WORD PERFECT	DATA ENTRY
BASIC/C-PROGRAMMING	SHARE ISSUE
QUATTRO PRO	CONSULTANCY
ACCOUNTING	LEDGER PRITING

TOP OF THE TIME

ANANTA JOTI

অনন্ত জ্যোতি

Baitush Sharf Mosque (Ops-Tejgaon Police Station)
149/A, Airport Road, (2nd Floor) Dhaka --1215,
Telephone : 815445